DAY ১৬ • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • পর্ব ১

# AI দিয়ে ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত

তথ্য সাজানো, হিসাব মেলানো, বিকল্প তুলনা — AI সহকারী, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানুষের

**Data • KPI • Dashboard • Risk**



Basic and Advance AI Course — সহজ বাংলা সংস্করণ

# কেন শিখব এই বিষয়টা?

১ **সিদ্ধান্তই কাজের ফল ঠিক করে**

ভর্তি, খরচ, মার্কেটিং, সময় — প্রতিদিনের ছোট-বড় সিদ্ধান্তেই ব্যবসা ও ক্যারিয়ারের গতি বদলায়।

২ **উদ্দেশ্য: অনুমান নয়, তথ্যে সিদ্ধান্ত**

কী জন্য শিখছি — মনগড়া ধারণার বদলে মাপা তথ্য, হিসাব আর প্রমাণ দিয়ে বিকল্প বেছে নেওয়া।

৩ **AI তথ্য সাজায়, তুমি বিচার করো**

এই ভাগাভাগি বুঝলে AI-এর সাহায্য সর্বোচ্চ পাবে, অথচ অন্ধ বিশ্বাসের ভুল হবে না।

৪ **ঝুঁকি আগে থেকে দেখা যায়**

ঝুঁকির সম্ভাবনা ও প্রভাব মাপতে শিখলে সমস্যা আসার আগেই বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি থাকে।



**এক লাইনে:** সিদ্ধান্ত নেওয়া একটা পদ্ধতি — প্রশ্ন, তথ্য, তুলনা, পছন্দ, পর্যালোচনা। AI এই পদ্ধতির প্রতিটা ধাপে সাহায্য করে।

DAY ১৬ • রোডম্যাপ

# আজ যা যা শিখব

১ **সিদ্ধান্তের ধারণা**
চক্র ও মূল শব্দ

২ **তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ**
৪ ধরনের analysis ও KPI

৩ **হিসাবের সূত্র**
Conversion, Profit, Average

৪ **ড্যাশবোর্ড পড়া**
BI ও KPI কার্ড

৫ **অর্থ ও ঝুঁকি**
Break-even ও risk matrix

৬ **কৌশল ও পূর্বাভাস**
Scenario ধরে অনুমান

**আজকের সতর্কবাণী:** AI-এর উত্তর যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না — তথ্য আর অনুমান (assumption) সবসময় আলাদা করে দেখতে হবে।

মূল ধারণা

# সিদ্ধান্তে কার কাজ কোনটা

## AI যা করে (সহকারী)

- তথ্য গুছিয়ে সাজায়
- ডেটায় প্যাটার্ন খুঁজে দেয়
- বিকল্পগুলোর তুলনা করে দেখায়
- সুপারিশের খসড়া তৈরি করে

## মানুষ যা করে (সিদ্ধান্তদাতা)

- লক্ষ্য ঠিক করে
- প্রমাণ যাচাই করে
- মূল্যবোধ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে
- চূড়ান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে

**কাজের টিপস:** যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নিজেকে প্রশ্ন করো: “এই উত্তরের প্রমাণটা আমি নিজে দেখেছি তো?” — না দেখলে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দাও।

সিদ্ধান্ত চক্র

# ভালো সিদ্ধান্তের ৫ ধাপ

**প্রশ্ন ঠিক করা**
কী সিদ্ধান্ত দরকার

**তথ্য সংগ্রহ**
প্রমাণ ও ডেটা জোগাড়

**বিকল্প তুলনা**
মানদণ্ডে মাপা

**পছন্দ ও কাজ**
সিদ্ধান্ত কার্যকর করা

**ফল পর্যালোচনা**
ঠিক হলো কিনা দেখা

**কাজের টিপস:** ব্যবসার যেকোনো সিদ্ধান্তে এই ৫ ধাপ কাগজে লিখে অনুসরণ করো — মাথায় ভাবলে ধাপ ঝাপসা হয়ে যায়, লিখলে পরিষ্কার থাকে।

পরিভাষা

# ৫টি মূল শব্দ পরিষ্কার করে নাও

### Option (বিকল্প)

সম্ভাব্য কাজগুলোর একটা — যেগুলোর মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে।

### Criterion (মানদণ্ড)

তুলনার মাপকাঠি — যেমন খরচ, সময়, লাভ, ঝুঁকি।

### Evidence (প্রমাণ)

তথ্য বা ডেটা যা কোনো সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

### Assumption (অনুমান)

পরিকল্পনার জন্য সত্য বলে ধরে নেওয়া কথা — প্রমাণিত নয়।

### Uncertainty (অনিশ্চয়তা)

যা নিশ্চিতভাবে জানা নেই — ভবিষ্যৎ ফল, বাজারের আচরণ ইত্যাদি।

### মূল নিয়ম

প্রমাণ আর অনুমান কখনো এক করা যাবে না — রিপোর্টে আলাদা করে লিখতে হবে।

**কাজের টিপস:** ক্লায়েন্টের জন্য বিশ্লেষণ লিখলে প্রতিটা বাক্য চিহ্নিত করো: এটা প্রমাণ, নাকি অনুমান? — এই স্বচ্ছতাই পেশাদারিত্ব।

বিশ্লেষণ

# ডেটা দেখার ৪টি ভঙ্গি

### Descriptive — কী ঘটেছে

অতীতের ছবি: গত মাসে ভর্তি কত হলো, বিক্রি কত ছিল।

### Diagnostic — কেন ঘটেছে

কারণ খোঁজা: ভর্তি কমল কেন — দাম, সময়, নাকি প্রচারের ঘাটতি?

### Predictive — কী ঘটতে পারে

প্রবণতা দেখে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অনুমান করা।

### Prescriptive — কী করা উচিত

সব তথ্য মিলিয়ে কার্যকর পরামর্শের দিকে যাওয়া।

**কাজের টিপস:** ভালো ডেটার ৪ গুণ মনে রাখো: Complete (পূর্ণ), Accurate (নির্ভুল), Consistent (সামঞ্জস্যপূর্ণ), Timely (সময়োচিত)। এর একটা না থাকলে সিদ্ধান্তে সতর্ক হও। KPI মানে Key Performance Indicator — কাজের অগ্রগতি মাপার মূল সূচক।

হিসাব

# ৩টি জরুরি সূত্র

### Conversion Rate

ভর্তি ÷ আগ্রহী (leads) × ১০০ — আগ্রহের কত অংশ আসল ফলে বদলাল।

### Profit (লাভ)

মোট আয় (revenue) − মোট খরচ (cost) — ব্যবসার আসল চিত্র।

### Average (গড়)

মোট যোগফল ÷ মোট সংখ্যা — তুলনার সহজ ভিত্তি।

**হাতে-কলমে উদাহরণ — একটা কোর্সের হিসাব**

১০০ জন আগ্রহী (leads), ভর্তি ২০ জন → Conversion = ২০ ÷ ১০০ × ১০০ = ২০%। ফি ২,০০০ টাকা হলে আয় = ২০ × ২,০০০ = ৪০,০০০ টাকা। মার্কেটিং খরচ ১০,০০০ হলে লাভ = ৪০,০০০ − ১০,০০০ = ৩০,০০০ টাকা। AI হিসাব সাজিয়ে দেবে, কিন্তু সংখ্যাগুলো নিজে যাচাই করো — AI হারানো মান নিজে বানিয়ে দেবে না।

ড্যাশবোর্ড

# BI: ডেটা থেকে সিদ্ধান্তের ছবি



### ১ BI কী

Business Intelligence — প্রতিদিনের কার্যক্রমের ডেটাকে রিপোর্ট ও ড্যাশবোর্ডে বদলে সিদ্ধান্তের জন্য উপযোগী করা।

### ২ ড্যাশবোর্ড কী

মূল মাপগুলো এক নজরে দেখার পর্দা — ভালো ড্যাশবোর্ড একটা সিদ্ধান্ত-প্রশ্নের উত্তর দেয়।

### ৩ যা যা থাকে

KPI কার্ড, প্রবণতা (trend), লক্ষ্য (target), তুলনা (আসল বনাম আগের/পরিকল্পিত), আর filter (কোর্স/মাস/জায়গা/টিম)।

**কাজের টিপস:** নিজের কাজের জন্য Google Sheets-এই ছোট্ট ড্যাশবোর্ড বানানো শুরু করা যায় — বড় সফটওয়্যার লাগে না।

ড্যাশবোর্ড

# ড্যাশবোর্ড পড়ার ৪ ধাপ

### শিরোনাম ও সময়কাল

কোন বিষয়ের, কোন সময়ের ডেটা — প্রথমেই নিশ্চিত হও।

### KPI ও তার সংজ্ঞা

সূচকটা কীভাবে মাপা হয় — সংজ্ঞা না বুঝলে সংখ্যার মানে নেই।

### লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা

আসল ফল বনাম লক্ষ্য/আগের ফল — সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা খুঁজো।

### সিদ্ধান্তে পৌঁছাও

ছবি দেখে কোন কাজটা করা দরকার — সেটা লিখে ফেলো।

**কাজের টিপস:** মিনি উদাহরণ: জানুয়ারি ভর্তি ৪০ (লক্ষ্য ৫০), ফেব্রুয়ারি ৫৫ (লক্ষ্য ৫০) → ফেব্রুয়ারি লক্ষ্য পূরণ, বেড়েছে ১৫। কিন্তু উপস্থিতি ৮২% থেকে ৭৫% (−৭ পয়েন্ট)। সাবধান: “ভর্তি বাড়ায় উপস্থিতি কমেছে” — এটা প্রমাণিত সিদ্ধান্ত নয়, শুধু একই সময়ে ঘটা দুটো ঘটনা।

অর্থ ব্যবস্থাপনা

# আয়, খরচ, লাভ আর ঝুঁকির ভাষা

### Revenue / Cost / Profit

আয়, খরচ আর লাভ = আয় − খরচ। Break-even হলো সেই বিন্দু যেখানে আয় আর খরচ সমান — লাভও নয়, ক্ষতিও নয়।

### Scenario (দৃশ্যকল্প)

সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি — ভালো, মাঝারি, খারাপ — প্রতিটার জন্য আলাদা প্রস্তুতি।

### Risk (ঝুঁকি)

অনিশ্চিত ঘটনা যা পরিকল্পনা বদলে দিতে পারে — প্রতিটা ঝুঁকির দুই মাপ: Likelihood (সম্ভাবনা) ও Impact (প্রভাব)।

### Mitigation (প্রশমন)

ঝুঁকির সম্ভাবনা বা প্রভাব কমানোর আগাম ব্যবস্থা — যেমন বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি রাখা।

**কাজের টিপস:** যেকোনো প্রজেক্ট শুরুর আগে এক লাইনে লেখো: আয় কত আসতে পারে, খরচ কত, break-even কত জনে/কত টাকায় — এই হিসাব ছাড়া দাম ঠিক করা যায় না।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

# Risk Matrix: সম্ভাবনা × প্রভাব

### কম সম্ভাবনা + কম প্রভাব

শুধু নজরদারি (monitor) — বাড়তি ব্যবস্থার দরকার নেই।

### বেশি সম্ভাবনা + কম প্রভাব

নিয়মিত ব্যবস্থাপনা — রুটিন প্রক্রিয়ায় সামলাও।

### কম সম্ভাবনা + বেশি প্রভাব

আপৎকালীন পরিকল্পনা (contingency) তৈরি রাখো — ঘটলে যেন থমকে না যাও।

### বেশি সম্ভাবনা + বেশি প্রভাব

জরুরি পদক্ষেপ — সবার আগে এই ঝুঁকি সামলাও।

**কাজের টিপস:** বাস্তব উদাহরণ: প্রশিক্ষক অনুপলব্ধ হওয়া — সম্ভাবনা মাঝারি, প্রভাব বেশি → প্রশমন: বিকল্প (backup) প্রশিক্ষক আগে থেকে ঠিক রাখা। প্রতিটা প্রজেক্টে শীর্ষ ৩ ঝুঁকির এমন প্রশমন লিখে রাখো।

তুলনার উদাহরণ

# দুটি বিকল্প, হিসাব মিলিয়ে বেছে নেওয়া

### বিকল্প A: অনলাইন ওয়ার্কশপ

আয় ৩০,০০০ − খরচ ৮,০০০ = লাভ ২২,০০০ টাকা। ঝুঁকি: ইন্টারনেট বিঘ্ন।

### বিকল্প B: সরাসরি ওয়ার্কশপ

আয় ৪০,০০০ − খরচ ২৫,০০০ = লাভ ১৫,০০০ টাকা। ঝুঁকি: উপস্থিতি কম হওয়া।

**সিদ্ধান্ত:** হিসাব অনুযায়ী A এগিয়ে — লাভ বেশি। তবে সিদ্ধান্ত শুধু লাভে নয়: A-এর ঝুঁকির প্রশমন (প্ল্যাটফর্ম আগেই পরীক্ষা + রেকর্ড করা বিকল্প কপি) থাকলে তবেই A নিরাপদ পছন্দ।

**কাজের টিপস:** নিজের কাজে বিকল্প তুলনা করলে সবসময় এই ছকটা ব্যবহার করো: আয় − খরচ = লাভ, পাশে ঝুঁকি ও প্রশমন।

রিপোর্ট

# সিদ্ধান্ত রিপোর্ট: ৫ অংশ

১ **সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ**

কী সিদ্ধান্ত দরকার, আর তোমার সুপারিশ কোনটা — প্রথমেই পরিষ্কার।

২ **প্রমাণ, ঝুঁকি ও অনুমান**

কোন তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ; ঝুঁকি কী; আর কোন কথাগুলো শুধু অনুমান (assumption) — আলাদা করে।

৩ **পরবর্তী কাজ**

কে করবে, কী করবে, কোন তারিখে — দায়িত্ব ও সময় ছাড়া সিদ্ধান্ত শুধু কাগজে থাকে।

**কাজের টিপস:** ভাষার ধরন এমন রাখো: “উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী সুপারিশ করছি…”, “আস্থা মাঝারি, কারণ…”, “নতুন তথ্য এলে এই সুপারিশ বদলাতে পারে…” — নিশ্চয়তা আর সতর্কতার ভারসাম্যই পেশাদার লেখা।

কৌশল

# তিনটি আলাদা জিনিস গুলিয়ে ফেলো না

### Strategy (কৌশল)

দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা — কোথায় পৌঁছাতে চাও, কোন পথে।

### Plan (পরিকল্পনা)

কাজের তালিকা — কার কাজ, কোন তারিখে, কী দিয়ে মাপা হবে।

### Forecast (পূর্বাভাস)

উপলব্ধ তথ্য থেকে ভবিষ্যতের অনুমান — নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়।

**কাজের টিপস:** কৌশলের অংশগুলো মনে রাখো: লক্ষ্য (goal), উদ্যোগ (initiative), মাইলফলক (milestone), অগ্রগতির আগাম সংকেত (leading indicator), আর নিয়মিত পর্যালোচনা (review)।

পূর্বাভাস

# এক ভবিষ্যৎ নয় — তিন দৃশ্যকল্প

**Downside**
খারাপ হলে: ৪৫

**Baseline**
স্বাভাবিক হলে: ৫৫

**Optimistic**
ভালো হলে: ৬৫

**হাতে-কলমে উদাহরণ**

ভর্তির সংখ্যা: জানুয়ারি ৪০, ফেব্রুয়ারি ৫৫ → মার্চের baseline ৫৫, optimistic ৬৫, downside ৪৫। অনুশীলন: জানুয়ারি ৪০, ফেব্রুয়ারি ৫০, মার্চ ৬০ হলে এপ্রিলের তিন দৃশ্যকল্প হবে — baseline ৬০, optimistic ৭০, downside ৫০। পরে আসল সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো — পূর্বাভাস তখনই উন্নত হয়।

**কাজের টিপস:** নিজের ব্যবসা/সার্ভিসের মাসিক লক্ষ্য এভাবে তিন দৃশ্যকল্পে সাজালে খারাপ মাসেও আতঙ্ক নয়, প্রস্তুত পরিকল্পনা কাজ করে।

বাড়তি অংশ • বাস্তব ব্যবহার

# এই স্কিল কোথায় কাজে লাগবে?

### নিজের ব্যবসার সিদ্ধান্ত

দাম ঠিক করা, খরচ কমানো, কোন প্রজেক্ট নেবে — প্রতিটা সিদ্ধান্তে তথ্য ও হিসাবের ভিত্তি।

### মার্কেটিং বাজেটের সিদ্ধান্ত

কোন চ্যানেলে খরচে ফল বেশি — conversion আর লাভের হিসাবে বাজেট ভাগ করা।

### প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টিং

মাসিক ড্যাশবোর্ড ও সিদ্ধান্ত রিপোর্ট — ম্যানেজমেন্টের কাছে গ্রহণযোগ্য উপস্থাপন।

### ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্ত

কোন কোর্স, কোন চাকরি, কোন স্কিল — বিকল্পগুলো মানদণ্ডে মেপে বেছে নেওয়া।

**উদাহরণ**

ধরো নিজের প্রেজেন্টেশন সার্ভিসে বিজ্ঞাপনে ৫,০০০ টাকা খরচ করবে কিনা ভাবছ — leads, conversion আর লাভের হিসাব কষলেই সিদ্ধান্তটা অনুমান থেকে প্রমাণে বদলে যায়।

বাড়তি অংশ • আয়ের পথ

# এই স্কিল দিয়ে আয় করা যাবে কীভাবে?

১ **Fiverr-এ ডেটা ও ড্যাশবোর্ড গিগ**

Fiverr-এ “Excel dashboard / data analysis / business report” গিগ — নমুনা ড্যাশবোর্ডের ছবি পোর্টফোলিওতে দাও।

২ **Upwork ও LinkedIn**

Upwork-এ বিশ্লেষণ-সহায়ক প্রজেক্টে আবেদন; LinkedIn-এ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছোট বিশ্লেষণ পোস্ট করে দক্ষতা দেখাও।

৩ **লোকাল SME ও সরাসরি ক্লায়েন্ট**

ছোট ব্যবসা ও অনলাইন শপের মালিকদের মাসিক বিক্রি-রিপোর্ট ও ড্যাশবোর্ড সার্ভিস অফার করো — Facebook পেজ/পরিচিতি দিয়ে শুরু।



**সত্যি কথা:** বিশ্লেষণের কাজে বিশ্বাসই মূলধন — নিজের বানানো সংখ্যা কখনো ক্লায়েন্টকে দেবে না; উৎস ও অনুমান সবসময় পরিষ্কার রাখবে। শুরুতে ছোট রিপোর্টের কাজ নিয়ে দক্ষতা প্রমাণ করো, বড় দায়িত্ব পরে আসে।

বাড়তি অংশ • কী শিখলাম + প্র্যাকটিস

# আজকের সারাংশ আর তোমার কাজ

সিদ্ধান্ত = বিকল্পের মধ্যে পছন্দ

প্রমাণ আর অনুমান আলাদা

**Conversion • Profit • Average সূত্র**

ড্যাশবোর্ড মানেই সিদ্ধান্তের ছবি

ঝুঁকি = সম্ভাবনা × প্রভাব

পূর্বাভাসে তিন দৃশ্যকল্প

## প্র্যাকটিস প্রজেক্ট

১ নিজের একটা বাস্তব সিদ্ধান্ত ৫ ধাপে সাজাও

২ একটা ছোট ডেটা থেকে conversion ও লাভ বের করো

৩ কাগজে একটা মিনি ড্যাশবোর্ড আঁকো (KPI, লক্ষ্য, তুলনা)

৪ একটা প্রজেক্টের শীর্ষ ৩ ঝুঁকি ও প্রশমন লেখো

৫ দুটি বিকল্পের লাভ-ঝুঁকির ছক বানাও

৬ এক পাতার সিদ্ধান্ত রিপোর্ট লেখো

**শেষ কথা:** শেষ যাচাইয়ের প্রশ্নগুলো: সিদ্ধান্ত পরিষ্কার তো? তথ্য আসল ও প্রাসঙ্গিক তো? হিসাব যাচাই হয়েছে তো? দায়িত্ব, কাজ আর পর্যালোচনার তারিখ ঠিক আছে তো?